সংবাদ

75

তারিখ ... 19 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্বিবেচনার দাবী

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উভয় গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত অভিন্ন বিবৃতিতে সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্বিবেচনা করার এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোতে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে ফলাফল পুনঃ নির্ধারণ করার দাবী জানিয়েছেন। যেসব পরীক্ষার্থী খুব কম নম্বর পেয়ে যেকোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শুধুমাত্র সেই বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুযোগ দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, এ বছরের প্রকাশিত ফলাফল অন্যান্য বছরের তুলনায় খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

সাধারণ গ্রেস দেয়া হয়নি, কাজেই ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু গ্রেস না দেয়া ছাড়াও ফলাফল খারাপের অন্য মূল কারণ রয়েছে, যার জন্যে কর্তৃপক্ষই দায়ী।

বিবৃতিতে বলা হয়, '৮৫-র পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এক বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। নতুন সেলেবাস, নতুন পাঠ্যবই, প্রশ্নের নতুন ধারা—এসবে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে আকস্মিকভাবে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এবং এই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার মাত্র ৫/৬ মাস আগে পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে কর্তৃপক্ষের অস্থিরতা,

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

এস এস সি পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের খেয়ালখুশিপনা ও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা। কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার পরিচয় মিলবে নিম্নবর্ণিত ঘটনায়:

(১) প্রথমে সমস্ত গ্রুপ তুলে দিয়ে সবার জন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল বাধ্যতামূলক করা হয়। সাত মাস পর বিজ্ঞান ও মানবিক এই দ্বিমুখী ধারা প্রবর্তন করা হয়; সাত মাস বিজ্ঞান অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি পাঠে সময়ের অপচয় হয়, অন্য দিকে নতুন বিষয় পাঠ শুরু করতে হয় সাত মাস পর।

(২) নতুন পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছতে কোন কোনক্ষেত্রে ৯ মাস সময় পার হয়ে যায়। এই সব বইয়ে দেখা যায় নতুন জটিলতা এবং অসংখ্য ছাপার ভুল।

(৩) দীর্ঘদিন 'গার্হস্থ্য অর্থনীতি' বিষয় পড়ানোর পর বিষয়টি বাতিল করা হয়, পরিবর্তে অন্য বিষয়ে নতুন করে পড়াতে হয় অল্প সময়ের মধ্যে।

(৪) পাঠ্য বইয়ে যেসব জটিলতা ও নতুনত্ব আমদানী করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

(৫) নতুন পাঠ্যক্রম প্রশ্নের ধারা কি হবে সে সম্পর্কে নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে ১৫ মাস পর এবং "মান বণ্টন নির্দেশিকা" কেবলমাত্র প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার পূর্বক্ষণে পৌঁছেছে।

(৬) অবশেষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় '৮৪ (পুরাতন সিলেবাস) '৮৫ (নতুন সিলেবাস) একই কাগজে একই সাথে পরিবেশন করায় বহু পরীক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত প্রচলিত সাধারণ গ্রেস তুলে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর জীবনে ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যর্থতার বোঝা যে কেবল ছাত্রদেরই বহন করতে হবে তা নয়, স্কুল ও শিক্ষকদেরও এই ব্যর্থতার ক্ষতি সইতে হবে। একটি নির্দিষ্ট পাসের হার না থাকলে স্কুল এবং শিক্ষকরা সরকারী অনুদান পাবে না, স্কুলের স্বীকৃতি কাটা যাবে ইত্যাদি কড়া আইন রয়েছে কর্তৃপক্ষের। অর্থাৎ পাসের নিম্নহার সরাসরি আঘাত করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের, এ অবস্থাটা শিক্ষা সংকোচনেরই আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে '৮৪ ও '৮৫ নির্বিশেষে উভয় শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর ফলাফল পুনর্বিবেচনা এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোতে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে ফলাফল পুনর্নির্ধারণের দাবী [illegible] বলা হয়।